॥ উৎসবের দিনগুলিতে যেন ব্রাত্য না থাকে পরিবেশ ভাবনা ॥

হালে হয়ে যাওয়া বিশ্বকর্মা পুজোর সাথেই হৈহৈ করে এসে পড়লো এ রাজ্যের উৎসব-ঋতু। আর কয়েকটা দিন পরেই অনুষ্ঠিত হবে দেশের সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম উৎসব দুর্গাপুজা আর এরপর সারিবদ্ধভাবে আসতে থাকবে কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, কার্তিক পুজো হয়ে সরস্বতী পুজো পর্যন্ত একের পর এক উৎসব। বিশ্বকর্মা পুজোর পর প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় নিরঞ্জন সংক্রান্ত যাবতীয় বিধিনিষেধ যে কিভাবে লঙ্ঘিত হল তা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করলাম এবং এ থেকে এটা স্পষ্ট যে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এক বিন্দুও প্রশাসনিক তৎপরতা বা সদিচ্ছা ছিল না। বোঝা যায় নদীদূষণ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মকানুন আসলে কিছু অসার ঢক্কানিনাদ মাত্র।

আমরা মনে করি, আর অযথা কালবিলম্ব না করে এখনই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ যাতে আসন্ন আলোকোজ্জ্বল উৎসবের চাকচিক্য এবং আড়ম্বরের আড়ালে পরিবেশ সংরক্ষণের মতো একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ব্রাত্য হয়ে না পড়ে।

(১) প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় যাবতীয় বিধিনিষেধ ও নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা,
(২) শব্দবাজি এবং এখনকার করোনা আবহকে বিশেষভাবে মাথায় রেখে সকলপ্রকার বাজি নিয়ন্ত্রণ,
(৩) ডি জে বক্সের যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করা এবং মাইক বাজানোর বিষয়ে সকলপ্রকার নিয়মবিধি কঠোরভাবে মেনে চলা।

একইসাথে, প্রশাসনের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, স্থানীয় সরকার, মহকুমা ও জেলা প্রশাসন, পুলিশ সহ সর্বস্তরের সরকারি উদ্যোগ নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে অবিলম্বে সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের মতো সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সকল বিচারসম্পন্ন মানুষকেও দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে একজনের আনন্দ যেন কোনভাবেই অন্য কারোর দুঃখের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। অন্যথায় আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে ভবিষৎ প্রজন্মের কাছে জবাবদিহি করার জন্য।

বিনীত

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি
পরিবেশ আকাদেমি, চন্দননগর

শংকর কুশারী
সম্পাদক
পরিবেশ আকাদেমি, চন্দননগর

[সকল সহযোগী সংস্থার পক্ষে]

চন্দননগর, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২১